দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১০-৮-৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ... ১ কলাম ... | ... ...

0 C15

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ শুক্রবার, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৯১ ঃ ১০ই আগস্ট, ১৯৮৪

সেই ভর্তি সমস্যা

এসএসসি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। এবার ভর্তির পালা। অবশ্য যারা পাশ করেছে তাদের জন্যে। যারা ফেল করেছে তাদের ভাগ্য নিয়ে তো আর ভাবেই না কেউ। যাই হোক, ১২ই অগাস্ট থেকে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তবে ভর্তি পর্ব যে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে, একথা এবারেও বলা যায় না। ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মুখে এখন থেকেই দুশ্চিন্তার ছায়া। রাজধানীর ভালো কলেজগুলিতে এক-একটা সিটের জন্যে গড়পড়তা প্রায় ছয়জন করে পরীক্ষার্থীর প্রতি-যোগিতা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। নটারডাম কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে ৬৫০টি আসনের জন্যে চার হাজার আবেদনপত্র এ পর্যন্ত জমা হয়েছে। কলাবিভাগে ১৫০টি আসনের জন্যে ৬০০টি এবং বাণিজ্য বিভাগে ২০০টি আসনের জন্য ১২০০টি আবেদনপত্র জমা হয়েছে।

যতজন ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের সবাই তো তবু পাশ করেনি। মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ পাশ করেছে। কিন্তু এই পঞ্চাশ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা চালানোর মত সুব্যবস্থা নেই। সবাই পাশ করলে কি উপায় হত তা চিন্তার বিষয়। তবে কলেজে জায়গা হবে না বলে ছাত্রছাত্রীরা অধিক সংখ্যায় ফেল করুক এমন কথা কেউ নিশ্চয় বলবেন না। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, কলেজে কেন জায়গা হয় না, সিট সংখ্যা কেন বাড়ানো হয় না ভালো কলেজের সংখ্যাই বা চাহিদা অনুযায়ী কেন নেই? ছাত্ররা পড়বে। পরীক্ষা পাশ করবে দেশে শিক্ষিত জনশক্তির চাহিদা থাকবে আর শিক্ষার্থীরা কলেজে ভর্তি হতে পারবে না, এই ধাঁধার জবাব খুঁজে পাওয়া যায় না।

কলেজের সংখ্যা যে একেবারেই কম একথা অবশ্য বলা যায় না। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে কলেজের মান নিয়ে। ভালো কলেজের দারুণ অভাব। কিন্তু সবাই চায় ভাল কলেজে পড়তে। ভাল কলেজে না পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে অসুবিধা। ভালো ফল করায় অসুবিধা এমন কি চাকরি জীবনেও এর প্রভাব থাকে। অতএব ভালো কলেজে ভর্তি হবার ইচ্ছা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

শহরে অসংখ্য ছোটখাটো কলেজ আছে ঠিকই। এসব কলেজে আবার ভিন্ন সমস্যা। ছাত্র নেই। এসব কলেজে কেউ ভর্তি হতে চায় না। এই বিপরীতমুখী পরিস্থিতিকে মেলানো মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভর্তি সমস্যা মোকাবিলা করতে হলে অবশ্যই ভালো কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ভালো কলেজগুলিতে সিটের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে। যেসব কলেজগুলিতে এখন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে চায় না সেগুলির লেখাপড়ার মান উন্নত করার জন্যে পদক্ষেপ নিতে হবে।